পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বুলেটিন ■ জানুয়ারি ২০১৮

AIPSO

সম্পাদকীয়

নববর্ষের শুভেচ্ছা

সকলকে ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছা। আমাদের রাজ্য কমিটির বুলেটিন ‘পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা’ প্রথম সংখ্যা থেকেই পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু বুলেটিনের নিয়মিত প্রকাশনাকে আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি নানা কারণে। বেশ কয়েক মাসের বিরতির পর ‘পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা’ পুন:প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য কমিটি। সকলের সমর্থনেই তা সম্ভব হলো। সংগঠনের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রত্যাশা পূরণে আমরা সচেষ্ট থাকবো। সবচেয়ে বড় কথা নিয়মিত প্রকাশনা। পাঠকদের প্রত্যাশা এবং সকলের শুভেচ্ছা আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও ভালোভাবে কাজটা করার দায়িত্ব। যত দিন যাচ্ছে সংগঠন প্রসারিত হচ্ছে। সংগঠন সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। ফলে বুলেটিনের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। আগেও বলেছি, বুলেটিন কখনোই পুরোদস্তুর পত্রিকার বিকল্প নয়। কিন্তু আপাতত,আমাদের লক্ষ্য, বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশ করা, পাঠকদের কাছে পৌঁছানো; পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা। বুলেটিনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সকলের মতামত চাই। এই মতামত আমাদের সাহায্য করবে। লেখাও চাই পাঠকদের কাছ থেকে। এরকম একটি প্রকাশনা চালিয়ে যেতে হলে আপনাদের সকলের আর্থিক সাহায্যও অত্যন্ত জরুরী। আপনার সাহায্যই এ আই পি এস ও-র ভরসা। এ আই পি এস ও আপনারও সংগঠন। এ আই পি এস ও-র সদস্য হোন। এ আই পি এস ও-র তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

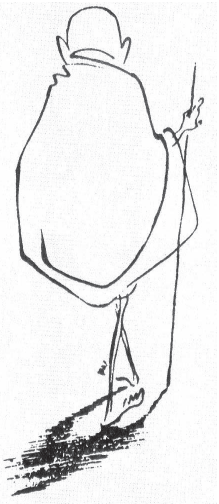

রক্ষা করতে হবে

গান্ধীজির সম্প্রীতির আদর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অবদান অবিস্মরণীয়। নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি, নানা ধর্ম, জাতপাত, বর্ণের এই বিশাল দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবি পৌঁছে দিতে তাঁর ভূমিকা আজকের প্রজন্মের কাছেও নিরন্তর চর্চার বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলার সংগ্রামে গান্ধীজীর জীবন, শিক্ষা ও আত্মত্যাগ আজকের এই সময়ে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত ৩০ জানুয়ারি (২০১৮) মহাত্মা গান্ধীর হত্যা দিবসে ‘সম্প্রীতির উত্তরাধিকার ও আজকের ভারত’ শীর্ষক আলোচনাচক্রে এই মতামতই উঠে এলো। বালি সাধারণ পাঠাগারে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রের আয়োজক ছিল সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি। আলোচনাচক্রে অংশ নেন আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত বালি-নিবাসী বিশিষ্ট লেখিকা সুনন্দা সিকদার, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ফুয়াদ হালিম এবং এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের শিল্পী অনুশ্রী ভট্টাচার্য ও সৈকত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। মনীষ দেব, বিমল লাহিড়ী ও অরুণ পাল সভার আহ্বায়ক ছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মনীষ দেব সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

অতীতের সব নজির ছাড়িয়েছে

জায়নবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে মোদী জমানার গলাগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইজরায়েলের জায়নবাদী জমানার সঙ্গে মোদী সরকারের গলাগলি অতীতের সব নজির ছাড়িয়েছে। প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৯২ সালে ভারত পূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ইজরায়েলের সঙ্গে।

বলাবাহুল্য, সেই ঘনিষ্টতা নতুন মাত্রা পায় ১৯৯৮ সালে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস-সমর্থিত বিজেপি সরকার স্বাভাবিক মিত্র হয়ে ওঠে জায়নবাদী ইজরায়েলের। জায়নবাদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ খুঁজে পায় তার যমজ ভাইকে। ২০০৩ সালের ৩-৯ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসেন ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শারন। সেই প্রথম কোনো ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর ভারত-ইজরায়েল সরকারী সম্পর্কে দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে। ২০১৫ সালে ইজরায়েলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে ইয়ালোন ভারত সফরে আসেন। সেবছরেই জুলাই মাসে ভারত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পেশ করা প্রস্তাবের ওপর ভোট দানে বিরত থাকে। যদিও প্যালেস্তাইন ভূখন্ডে হামলার প্রতিবাদেই প্রস্তাবটি আনা হয়েছিল। তারপর ২০১৫-র ১২-১৫ অক্টোবর প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইজরায়েল সফরে যান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি।

তারপরই ২০১৭ সালের ৪-৬ জুলাই নরেন্দ্র মোদীর 'ঐতিহাসিক' ইজরায়েল সফর। সেই প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল সফরে গেলেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি 'ভারসাম্য' রক্ষা করতে তেলআভিভ থেকে প্যালেস্তাইনের রাজধানী রামাল্লাতেও সরকারী সফর করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী আনুষ্ঠানিকতারও ধার ধারেন নি। নিজেদের দখলদারি নীতিকে বৈধতা দিতে মোদীর সফর যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল ইজরায়েলের।

ভারত এমনিতেই ইজরায়লী অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। ভারত-ইজরায়েল 'সহযোগিতা'র ক্ষেত্রে অপযুক্তি সাজাতে 'সন্ত্রাসবাদ'-র বিরুদ্ধে ইজরায়েলের তথাকথিত যে 'অভিজ্ঞতা'-র যে মিথ্যা অজুহাত ভারতীয় শাসককুলপতিরা দেয় তা আসলে নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে জায়নবাদী সন্ত্রাস চালানোর ইজরায়েলী অভিজ্ঞতা।

মোদীর সফরের সাত মাস কাটতে না কাটতেই চলতি বছরের জানুয়ারির ১৪-১৯ তারিখে (২০১৮) ভারত সফর করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গোটা সফর জুড়েই দুই প্রধানমন্ত্রী দুই সরকারের ঘনিষ্টতার নতুন এক পর্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সফর বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ন সময়ের কারণেও। গত ৬ ডিসেম্বর (২০১৭) জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণার পর এটা স্পষ্ট যে, আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতে ইজরায়েল অতীতের সব চুক্তি অস্বীকার করছে। প্যালেস্তিনীয় জনগণের ন্যায্য দাবি এবং প্যালেস্তাইন প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের দীর্ঘদিনের ঘোষিত অবস্থানকে ইজরায়েল এবং আমেরিকা চূড়ান্তভাবে নস্যাৎ করেছে। প্যালেস্তাইন সমস্যার নিষ্পত্তির প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের অবস্থান – ইজরায়েলের পাশাপাশি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রও থাকবে। স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হবে ১৯৬৭ সালের আগের অবস্থা অনুযায়ী; ১৯৬৭ সালের হামলায় দখলিকৃত প্যালেস্তাইন ভূখন্ড ইজরায়েলকে ছেড়ে দিতে হবে। প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম।

বলাবাহুল্য, কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের অবস্থানকে ইজরায়েল কোনো সময়ই মানতে চায়নি। দখলিকৃত প্যালেস্তাইন ভূখন্ড ছাড়া তো দূরের কথা, নানা ছলেবলে প্রতিদিন প্যালেস্তিনীয় জনগণকে তাঁদের বাসভূমি থেকে উৎখাত চলছে। তবে ট্রাম্পের এই ঘোষণার সমর্থনে এমনকি ওয়াশিংটনের ন্যাটো-সদস্যভূক্ত বন্ধুরাও দাঁড়ায়নি। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে এই ঘোষণার নিন্দা করে যে প্রস্তাব আনা হয় তারও বিরোধিতা করেছে একমাত্র মার্কিন প্রতিনিধি। মোদী সরকার ট্রাম্পের ঘোষণা নিয়ে প্রায় নিশ্চুপ ছিল। তবে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু, নেতানিয়াহুকে বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়ে মোদী সরকার তার ইজরায়েল-পন্থী রাজনৈতিক অবস্থানকে আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

আসলে মোদী সরকারের অবস্থান শুধুমাত্র নয়া উদারবাদ পর্বে মার্কিন-ঘেঁষা বিদেশনীতির প্রতিফলন নয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং হিন্দু মহাসভার 'হিন্দুত্ববাদ' একেবারে সূচনা পর্ব থেকেই জায়নবাদ এবং ইজরায়েলের দৃঢ় সমর্থক। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়-বিরোধী জেহাদের সঙ্গে ইজরায়েলের আরব-বিরোধী হামলাবাজীর সাজুয্য টানা সংঘ পরিবারের মৌলিক রাজনীতি। সংঘ পরিবারের গুরুজী এম এস গোলওয়ালকারের নাৎসীবাদ ও জায়নবাদ প্রীতি সুবিদিত।

বিপদ তাই অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

নেতানিয়াহুর বলিউড প্রেম!

ইজরায়েলের বর্ণবিদ্বেষী জায়নবাদী জমানা মোদী আমলে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ভারতীয় জনমানসে প্রভাব ফেলতে সব ছলাকলাই ঝালিয়ে দেখছে। তাদের সাম্প্রতিকতম টার্গেট ভারতীয় সিনেমা, বিশেষত বলিউড। গত ১৮ জানুয়ারি মুম্বাই সফর কালে ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী সস্ত্রীক অংশ নেন বিশেষ একটি অনুষ্টানে- 'সালোম বলিউড সন্ধ্যা'। অমিতাভ বচ্চনসহ বলিউডের মেগাস্টারদের সান্নিধ্যে নেতানিয়াহু তাঁর বলিউড প্রেম উদযাপন করেন। বোম্বাই চলচ্চিত্রে ভারতীয় ইহুদী শিল্পীদের অবদানের ইতিহাসও অনুষ্টানে টেনে আনা হয়েছে জায়নবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তুলে ধরতে। এভাবেই সাংস্কৃতিক পরিসরকে ব্যবহার করা হচ্ছে জায়নবাদকে সহনীয় করে তুলতে। বলাবাহুল্য, বলিউডী তারকাদের একাংশের উৎসাহও ছিল চোখে পড়ার মতো। নেতানিয়াহু তারকাদের সঙ্গে সেলফি তুলে পোস্ট করেছেন তাঁর নিজের টুইটারে। খোদ হলিউডে যখন বহু বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্যালেস্তাইনবাসীদের ওপর ইজরায়েলী হিংস্রতার বিরুদ্ধে সোচ্চার তখন বলিউডে মেগাস্টারদের নিষ্পৃহতা দুর্ভাগ্যজনক। প্যালেস্তাইনবাসীদের মানবাধিকারের মতো সাংস্কৃতিক অধিকারেরও নিত্য লাঞ্ছনা কি বলিউডি রোশনাইয়ে চাপা পড়বে?

NO TO NETANYAHU

We know Netanyahu and Modi love each other, but how much did the RSS love Zionism?

SUKUMAR MURALIDHARAN

As Hindu nationalist ideology moves into its more extreme fringes, its inherent paradoxes stand out with similar starkness. Early pioneers of the ideology articulated these in the confident belief that minor doctrinal inconsistencies would be of no consequence in the mission of facing down a common enemy in Islam. As India under colonial rule lurched from the bitter aftermath of the collapse of the Khilafat agitation into an extended phase of communal estrangement, the notion of a country inhabited by two nations became widely accepted, crystallised especially in two political vehicles: the Hindu Mahasabha and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). A text published in 1939 by M.S. Golwalkar, a year before he took over the leadership of the RSS, remains one of the most authoritative statements on Hindu nationalism, offering rich insights through its comments on contemporary world events into the ideological pantheon it drew sustenance from.

Golwalkar's statements lauding Nazi Germany for its virulent manifestation of "race pride", which led to the expulsion of the Jews despite the world recoiling in horror at the enormity of the deed, are widely cited. These offer eloquent testimony in themselves, but only tell the full story when juxtaposed with the observations on Zionism that the same text offers. Golwalkar identifies India as one among the early nations that afforded sanctuary to the Jews after their country passed into Roman tyranny. This was obviously a bond in his rather twisted historical imagination, which persisted into that moment in history when the greater dispersal of the Jews took place, with the "engines of destruction… under the name of Islam" being let loose in the land.

Palestine, in Golwalkar's sense, suffered much like India did, losing its culture and traditions on account of the intrusions of Islam: "Palestine became Arab, a large number of Hebrews changed faith and culture and language and the Hebrew nation in Palestine died a natural death."

Continued on Page-4

From Page-3

But hope was not lost, since "the attempt at rehabilitating Palestine with its ancient population of the Jews is nothing more than an effort to reconstruct the broken edifice and revitalise the practically dead Hebrew National life."

Nationalism for Golwalkar was a compound of religion, culture and language, which he found lacking in Palestine. All three attributes, though, were on display among the Jews, who, unfortunately, lacked a territory. It was entirely appropriate then, that "in order to confer their lost Nationality upon the exiled Jews, the British with the help of the League of Nations, began to rehabilitate the old Hebrew country, Palestine, with its long lost children." "The Jews," said Golwalkar, "had maintained their race, religion, culture and language: all they wanted was their natural territory to complete their Nationality."(1)

Golwalkar's attitude towards India's Muslims is well-known and recorded. They could either adopt the Hindu religion and all its customs, learn to glory in its heritage, or live on sufferance, "wholly subordinated …claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment – not even citizen's rights". (2) India did not quite take that path, though Guruji, as he is referred to in RSS circles, should be credited with a remarkably accurate forecast of how life for the Palestinians would be after the Zionist takeover of their land.

(1) M.S. Golwalkar, We, or Our Nationhood Defined, Delhi, 1939; for the lines on Nazi Germany, see p. 35; for the endorsement of Zionism, pp. 20, 27 and 30.
(2) Ibid., pp. 47-48.

[Source: http://indianculturalforum.in/2018/01/12/notonetanyahu-we-know-netanyahu-and-modi-love-each-other-but-how-much-did-the-rss-love-zionism]

জার্মানির নির্বাচনে উগ্র দক্ষিনপন্থার উত্থান

বিক্রমজিৎ ভট্টাচার্য

গত ২৪ শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জার্মানির নির্বাচনে উগ্র দক্ষিনপন্থি দল 'অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডে'র (এএফডি) উত্থানে বিশ্বজুড়ে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু গত দশ বছরের ইউরোপের রাজনীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে এই এএফডির ভোট প্রাপ্তি কোনো বড় ধরনের চমক নয়। শুধু জার্মানিই নয়, ইউরোপজুড়েই এমন উগ্র দক্ষিনপন্থিদের সমর্থন দিন দিন বাড়ছে। গত বছরের জুনে অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় উগ্র দক্ষিনপন্থি প্রার্থী নরবার্ট হফার ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ব্রিটেনের ব্রেক্সিট ও আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় ইউরোপে উগ্র ডানপন্থীদের সমর্থনের সেই পালে আরও হাওয়া লাগিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বর্তমানে অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সে উগ্রবাদী রাজনীতি চরমভাবে ফিরে এসেছে। হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডে ঠিক এরকম ঘরানার দলই ক্ষমতায়। ফিনল্যান্ড, লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও সুইজারল্যান্ডে ক্ষমতার অল্প বিস্তর স্বাদ পেয়েছে এরকম পপুলিস্ট দক্ষিনপন্থিরা।উগ্র অভিবাসন ও ইসলামবিরোধী ফ্রিডম পার্টি এখন নেদারল্যান্ডসের পার্লামেন্টে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। আর এখন জার্মানি ও ফ্রান্সে ক্ষমতার স্বাদ না পেলেও এরা ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা উপভোগ করছে।

এবারের জার্মানির নির্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ইউনিয়নের (৩৩ শতাংশ ভোট) আঙ্গেলা ম্যার্কেল চতুর্থবারের জন্য জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছেন।অন্যদিকে, মার্টিন শুলজের নেতৃত্বাধীন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা (২১ শতাংশ ভোট) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব থেকে কম ভোট পেয়েছে। ৭০ বছরের ইতিহাসে সিডিইউ ও এসপিডি সম্মিলিতভাবে খারাপ ফল করেছে। কিন্তু এসব ছাপিয়ে আলোচনার মূল বিষয় এখন অভিবাসনবিরোধী এএফডির (১৩.২ শতাংশ ভোট) নির্বাচনে তৃতীয় হওয়া।

পপুলিস্ট উগ্র দক্ষিনপন্থি এএফডির উত্থান জার্মান রাজনীতির এক নয়া মেরুকরণ। তাদের উত্থান জার্মানির ভবিষ্যতের রাজনীতির গতিধারা বদলে দেওয়ারও ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু জার্মানিতে বা ইউরোপে এই উগ্রবাদের জনসমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের কাটছাঁটসহ মূলত আর্থসামাজিক কারণেই ইউরোপজুড়ে উগ্র দক্ষিনপন্থার উত্থান ঘটছে। এই ধরনের দলগুলো তাদের বক্তব্যে সব সময়ই অভিবাসন, মুক্ত বাণিজ্য ও গোষ্ঠীবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন ন্যাটো ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিরোধিতা করে থাকে। আবার, সাম্প্রতিক অভিবাসন ও 'ইসলাম-ফোবিয়া'কে এদের উত্থানের কারণ মনে করা হলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার চর্চাও অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

ইউরোপিয়ান পলিসি ইনফরমেশন সেন্টারের হিসাবমতে, ইউরোপে এখন প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন এই ধরনের উগ্র দলের সমর্থক। আর গোটা ইউরোপে এখন ১৫ শতাংশ ভোটার এই পপুলিস্ত উগ্র দক্ষিনপন্থাকে সমর্থন করছেন। এর ফলে বেশ জোরালোভাবেই আলোচনা হচ্ছে, ইউরোপের বড় ও ক্ষমতাধর দেশগুলোতে উগ্র দক্ষিনপন্থিরা কি সরকারে চলে আসবে? এখন কম-বেশি ইউরোপের প্রতিটি দেশেই স্থানীয় বা জাতীয় সংসদে এদের প্রতিনিধি আছে। উগ্র দক্ষিনপন্থার দলগুলি জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরে জনগণকে প্রভাবিত করছে। আসলে তাদের গরম গরম ভাষণে শুধু থাকে সমস্যার জন্য কে দায়ী তার কথা, আদৌ সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় তারা বলতে পারে না, এরা বিভিন্ন জাতিতে যে কোনও মুহূর্তে দাঙ্গা লাগিয়ে দিতে পারে। এরা উদার গণতন্ত্রের বিরোধী। এরা বহুত্ববাদী সমাজের বিপরীতে অবস্থান করে। সংখ্যালঘুর অধিকার ও মতামতকে অস্বীকার করে। এরা আসলে ফ্যাসিজিমের পূজারী। আজ জার্মানি তাই এই নিও নাৎসি বাহিনীর উত্থানের বিপদে প্রমাদ গুনছে ।

লাগাতার কর্মসূচীতে এ আই পি এস ও

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে লাগাতার নানা কর্মসূচীর আয়োজন করেছে নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটি। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো-

ম্যানিলা সম্মেলন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক তরুণ পাত্র ৮-৯ এপ্রিল ২০১৭ ফিলিপাইনসের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত অষ্টম এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনে অংশ নেন।

মতবিনিময় সভা- 'ফিদেলের পথে'

গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ বিকাল সাড়ে চারটায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ত্রিগুনা সেন প্রেক্ষাগৃহে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এবং কিউবা সংহতি সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ 'ফিদেলের পথে' শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। অংশ নেন কিউবার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক শ্রীমতী মার্তা রোজার্স রডরিগজ এবং কিউবান ইনস্টিটিউট ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য পিপলসের শ্রীমতী একসেনিয়া কালজাদো রোজা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

হো চি মিনের ১২৮তম জন্মদিবস

গত ১৯ মে' ২০১৭ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা হো চি মিনের ১২৭তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে কলকাতার আই টি সি পার্কে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি একটি সভার আয়োজন করে। নয়াদিল্লিস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে শ্রীমতি ভন থি আন ফঙ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গীতেশ শর্মা, রবীন দেব, অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, প্রদীপ মুখার্জি, ড.শ্রীকুমার মুখার্জি, অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিধান মজুমদার,পিলু ভট্টাচার্য, প্রদীপ রায়চৌধুরী ও পীযুষ ধর। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত।

মনকাডা দিবস

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আয়োজনে ২৬ জুলাই ২০১৭ ভিক্টোরিয়া কলেজের কেশব মেমোরিয়াল হলে মনকাডা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সভা আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন। 'আজকের বিশ্বে আগ্রাসী আধিপত্যবাদ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানব মুখার্জি এবং অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীণা দেব।

স্বাধীনতার ৭০ বর্ষ পূর্তি উদযাপন

রাণু-ছায়া মঞ্চে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আয়োজনে ২১ আগস্ট ২০১৭ বিকাল সাড়ে চারটায় স্বাধীনতার ৭০ বর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সভা আয়োজিত হয়। অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার সত্তর বছর' বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, মনোজ ভট্টাচার্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কঙ্কন ভট্টাচার্য।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস

এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি কলকাতায় ১ সেপ্টেম্বরের বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবসের মহামিছিলে অংশ নেয়।

প্রসঙ্গ তাজমহল

গত ১৪ নভেম্বর ২০১৭ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে 'ভারতের সমন্বয়ী সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ তাজমহল' বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অমিত দে।

প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস

আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উপলক্ষে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ বিকালে মৌলালী মোড়ে সভা আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন মনোজ ভট্টাচার্য, কনীনীকা ঘোষ বোস, প্রবীর দেব,আর্শাদ আলি। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন কঙ্কন ভট্টাচার্য। আবৃত্তি করেন রজত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ট্রাম্পের ঘোষণার প্রতিবাদে

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইজরায়েলী রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রতিবাদে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ রাণু-ছায়া মঞ্চে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদযাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তব্য রাখেন শ্যামল চক্রবর্তী, সমর চক্রবর্তী, হাফিজ আলম সৈরানি, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত ও রজত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ আই পি এস ও-র ইম্ফল বৈঠক

গত ৭-৯ ডিসেম্বর (২০১৭) মনিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হয় এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় একজিকিউটিভ কমিটির বৈঠক। এ আই পি এস ও-র মনিপুর রাজ্য কমিটি অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়। ইম্ফলে অনুষ্ঠিত এ আই পি এস ও সর্বভারতীয় একজিকিউটিভ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগ দেন রবীন দেব, শ্রীকুমার মুখার্জি, জ্যোতির্ময়ী শিকদার, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, জয়ন্ত মুখার্জি, প্রদীপ দত্তগুপ্ত, উৎপল দত্ত, মৌসুমী রায়, কুনাল বাগচী। বৈঠকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগঠনের গঠনতন্ত্র সময়োপযোগী করার সিদ্ধান্তও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনের কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

প্রতি মাসেই বসছে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী

বিগত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে রাজ্য কমিটির কাজকর্মে আরও গতি আনতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে অন্যতম প্রতি মাসে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক। গত ২৫ মে (২০১৭) অনুষ্ঠিত সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত

স্বাগত ওয়েবসাইটে

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিল বা বিশ্ব শান্তি পরিষদ এবং সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট দেখুন নিয়মিত। লিংক শেয়ার করুন পরিচিতদের সঙ্গে।

ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের ওয়েবসাইট:
http://www.wpc-in.org
এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট:
http://www.aipsowb.org

হয়, এবার থেকে প্রতিমাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে সেইমতোই রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক বসছে। গত ২৯ জুন (২০১৭) নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বভারতীয় সম্মেলন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার বিগত জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ২০-২১ জানুয়ারি ২০১৮ কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সম্মেলনে নির্বাচিত সর্বভারতীয় কমিটির নতুন পদাধিকারীদের মধ্যে প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হয়েছেন ডি রাজা, এম এ বেবী, যাদব রেড্ডী, অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, ব্রজকুমার পান্ডে ও ললিত সুরজন। নির্বাচিত সহসভাপতিদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা (কেন্দ্রীয় ভাবে), মনোজ ভট্টাচার্য (কেন্দ্রীয় ভাবে), ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, শ্রীমতি জ্যোতির্ময়ী শিকদার (কেন্দ্রীয় ভাবে) এবং হাফিজ আলম সৈরানি (কেন্দ্রীয় ভাবে)। পাঁচজন নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি হলেন- পল্লব সেনগুপ্ত, নীলোৎপল বসু, ডি সুধাকর, কে লক্ষীনারায়ণ এবং ড. সোনিয়া গুপ্ত। তিনজন নবনির্বাচিত ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি হলেন রবীন দেব (পশ্চিমবঙ্গ), অরুণ কুমার (কেন্দ্রীয় ভাবে) এবং হরচাঁদ সিং ভাট (পাঞ্জাব)। বারোজন নির্বাচিত সেক্রেটারির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সম্মেলন থেকে ১৭ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং সেক্রেটারিয়েটও নির্বাচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওয়ার্কিং সেক্রেটারিয়েটে রয়েছেন রবীন দেব।

ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের একজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে (২৩-২৫ নভেম্বর ২০১৭) যোগদানকারী প্রতিনিধিরা। এ আই পি এস ও-র তরফে অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত এবং সোনিয়া গুপ্ত। বৈঠক চলাকালীন পল্লব সেনগুপ্তকে ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্মারক প্রদান করেন ভিয়েতনাম সংসদের উপাধ্যক্ষ।

কিউবায় নির্বাচন চলছে

নির্বাচন প্রক্রিয়া এখন পুরো দমে চলছে কিউবায়। প্রথম দফায় ছিল পৌরসংস্থাগুলির প্রতিনিধি নির্বাচন। প্রথম দফার ভোট নির্ধারিত হয় গত ৭-২৬ নভেম্বর (২০১৭)। দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয় ৩ ডিসেম্বর (২০১৭)। কোনো প্রার্থী বৈধ ভোটের ৫০ শতাংশের কম ভোট পেলেই দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ দরকার পড়ে। মোট পৌরসংস্থার সংখ্যা ১৬৮। পৌরসংস্থাগুলির ১২,৫১৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন ভোটারদের প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটে। তবে কিউবার রীতি অনুযায়ী ভোটগ্রহণের আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের মনোনয়ন পর্ব। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করে প্রার্থীরা মনোনীত হন। যেকোনো নাগরিক প্রার্থী হতে পারেন। পৌরসংস্থাগুলির ভোটে মোট ২৭২২১ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ৯৬৩৭ জন (৩৫.৪০ শতাংশ)। নতুন প্রার্থী ৩৫ শতাংশের সামান্য বেশি। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নব নির্বাচিত পৌরসংস্থাগুলি গঠিত হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত পৌরসংস্থাগুলির মেয়াদ আড়াই বছর।

পৌরসংস্থাগুলির পর ৮০ লক্ষের বেশি কিউবান নাগরিক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন ১৫টি প্রাদেশিক পরিষদ (প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি) এবং ৬০৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অব পিপল'স পাওয়ার) প্রতিনিধিদের। পাঁচ বছর মেয়াদী এই দুই পরিষদেরই ভোট হতে চলেছে আগামী ১১ মার্চ।

এপ্রিলের ২১ তারিখে জাতীয় পরিষদের নতুন প্রতিনিধিরা নির্বাচিত করবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট, 'ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট' এবং পরবর্তী 'কাউন্সিল অব স্টেট'-এর বাকি সদস্যদের। ৩৫ সদস্যের 'কাউন্সিল অব স্টেট'-ই কিউবায় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রসঙ্গত, কিউবা বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা রাউল কাস্ত্রো কিউবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট। ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন ৫৭ বছর বয়সী মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল।

নিঃশর্ত মুক্তি চাই কিশোরী আহেদ তামিমির

আহেদ তামিমি। প্যালেস্তিনীয় এই কিশোরীর বয়স মাত্র ষোল। গত ২৬ ডিসেম্বর (২০১৭) ইজরায়েলী সেনারা নবি সালেহ এলাকায় তামিমিদের মহল্লায় গিয়েছিল। ইচ্ছেমত হেনস্থা করছিল নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের। চোখের সামনে পড়শী ও আত্মীয়দের চরম হেনস্থা দেখতে না পেরে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানায় আহেদ। উদ্ধত ইজরায়েলী সেনারা তাকে আক্রমন করলে রুখে দাঁড়ায় ওই একরত্তি মেয়ে।পাষন্ডরা রেহাই দেয়নি ষোড়শী আহেদ তামিমিকেও। টেনে হিঁচড়ে তাকে তুলে নিয়ে যায় বর্বর ইজরায়েলী সেনারা। 'বিচার'-র প্রহসন করে জেলে পোরা হয়েছে তাকে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে আহেদ তামিমির মুক্তির দাবিতে। নি:শর্তে মুক্তি চাই তামিমির। এখুনি।

রাষ্ট্রসংগে প্যালেস্তিনীয় প্রতিনিধি রিয়াধ মনসুর নিরাপত্তা পরিষদের কাছে চিঠি লিখে তামিমির মুক্তি চেয়েছেন। মনসুর তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন, ১৯৬৭ সাল থেকে অধিকৃত প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরসহ প্রায় আট লক্ষ মানুষকে তুলে নিয়ে জেলে পুরেছে ইজরায়েলী সেনাবাহিনী।

মোদীর মন্ত্রীর মতে, ডারউইন ভুল

কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী সত্যপাল সিংহ দাবি করেছেন, মানুষ নাকি বিবর্তনের মাধ্যমে আসেনি এবং চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বও নাকি ভুল!

গত ২১ জানুয়ারি (২০১৮)সিংহ। মহারাষ্ট্রের অওরঙ্গাবাদে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনই ঘোষণা করেন মন্ত্রী মশাই। সত্যপাল বলেন, "মানুষের বিবর্তন নিয়ে ডারউইনের তথ্য ভুল। বানর থেকে নয়, মানুষ প্রথম থেকেই পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল!" তাঁর আরও দাবি, "আমাদের পূর্বপুরুষরা কখনও বলেননি বা লিখে যাননি যে বানর থেকে মানুষে পরিবর্তন হতে দেখেছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, কোনও বই বা আমাদের ঠাকুরদাদের মুখে শোনা গল্পেও এমন কোনও কথার উল্লেখ পাওয়া যায়নি।" একি সঙ্গে তাঁর ঘোষণা, স্কুল-কলেজের পাঠ্যবিষয় থেকে এখনই সরিয়ে দেওয়া উচিত ওই তত্ত্ব।

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ক্রসরোডস' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যার (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২) প্রথম পাতায় ছাপা এই স্কেচটির শিল্পী ছিলেন চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালের ১২-১৪ সেপ্টেম্বর জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারা ভারত শান্তি সম্মেলন। তার ঠিক আগে 'ক্রসরোডস' পত্রিকার এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। চিত্তপ্রসাদের জন্ম ১৯১৫ সালের ১৫ জুন চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটিতে। প্রয়াত হন ১৯৭৫ সালের ১৩ নভেম্বর।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির (প্রযত্নে : নিরঞ্জন মুখার্জি ভবন, ৫ শরৎ ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪) পক্ষে অফিস সম্পাদক দীপঙ্কর মজুমদার (মোবাইল : ৯৮৩০২৩০৬০৬) কর্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণ : গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
মতামত পাঠান : **bengalaipso@gmail.com**